ধ্বনির চারটি অবস্থা

সৃষ্টির শুরুতে চার ঋষি যথা অগ্নি, আদিত্য, বায়ু এবং অঙ্গিরা ব্রহ্মান্ড থেকে বৈদিক ঋচা রূপী ধ্বনি (vibration)কে ঈশ্বর কৃপায় গ্রহণ করেন এবং তারই প্রেরণায় সেই ঋচাগুলোর অর্থকে জানেন। উনারা বোঝার পর কালান্তরে আদিব্রহ্মাজীকে এই বিদ্যার উপদেশ করেন। ব্রহ্মাজীই প্রথম ঋষি যিনি চারটি বেদের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এরপর ব্রহ্মাজী থেকে সারা পৃথিবীতে বেদ বিদ্যার প্রচলন শুরু হয়।

ধ্বনির বিষয়ে বেদে প্রমাণ আছে, ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৫

চত্বারি বাকপরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণ:।

গুহা তৃণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ম্ বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥

এই মন্ত্রে চার প্রকার ধ্বনির বর্ণনা করা হয়েছে এবং এটাও বলা হয়েছে যে এই চারটি কেবলমাত্র জ্ঞানী লোকেরাই জানেন। মহর্ষি দয়ানন্দজী চার প্রকার ধ্বনির ব্যাখ্যা করে ব্যাকরণ অনুসারে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত এই চারটি পার্থক্য বলেন।

মহর্ষি প্রবর যাস্কজী নিরুক্ত ১৩/৯ তে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করেছেন। তিনি ধ্বনির প্রকারে ছয় ধরনের মতামত উদ্ধৃত করেন। তাদের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ -

১. আর্ষ মত:

আর্ষ মত অনুসারে ধ্বনি চার প্রকার যথা **ওত্ম্, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ** এই হলো চার প্রকার ধ্বনি।

মহর্ষি মনুও মনুস্মৃতিতে এটি নিশ্চিত করেছেন -

অকারম্ চাপ্যুকারম্ চ মকারম্ চ প্রজাপতিঃ।

বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ।

(**প্রজাপতিঃ**) পরমাত্মা অকারম্ উকারম্ চ মকারম্ ওত্ম্ শব্দের ‘অ’ ‘উ’ এবং ‘ম্’ অক্ষরকে (অ+উ+ম্=ওম্) (**চ**) তথা (**ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইতি**) ‘ভূঃ’ ‘ভুবঃ’ ‘স্বঃ’ গায়েত্রী মন্ত্রের এই তিন ব্যাহৃতিকে বেদত্রয়াত্ নিরদুহত্ তিন বেদ থেকে ছেকে সাররূপে বের করেন।

২. বৈয়াকরণ মত:

ব্যাকরণের বিদ্বানগণের অনুসারে ধ্বনি চার প্রকার যথা নাম, অখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত এই মতকে মহর্ষি দয়ানন্দজী লিখেছেন।

৩. য়াজ্ঞীক মত:

যজ্ঞকারগণ ধ্বনি চার প্রকার যথা মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ এবং ব্যবহারিকী লোক ভাষা এই চার প্রকার মানেন।

মন্ত্র যাহা বেদ সংহিতায় আছে

কল্প শ্রউৎ সূত্রাদি গ্রন্থে

ব্রাহ্মণ ঐতরেয়, শতপথ আদি গ্রন্থে

আর চতুর্থ যা লোক মানুষের মধ্যে প্রচলিত।

৪. নৈরুক্ত মত:

নৈরুক্তগণ ধ্বনিকে মানেন যথা ঋক্, যজু, সাম আর লোক ভাষা।

শৈলীর দৃষ্টিতে বেদ তিন প্রকার যথা ঋক্, যজু, সাম আর চতুর্থ যা লোক মধ্যে প্রচলিত।

৫. আত্মবাদী মত:

আত্মবাদী মত অনুসারে পশুর ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, সিংহ আদি মাংসাহারী পশুদের ধ্বনি আর মানুষের ব্যবহারিক ধ্বনি।

৬. মৈত্রায়ণী সংহিতার মত:

মৈত্রায়ণী সংহিতায় ধ্বনি চার প্রকার বলা হয়েছে যথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইহা ধ্বনি এবং পশু অর্থাৎ বিভিন্ন মরুৎ এবং ছন্দ রশ্মিদের রূপে ব্রহ্মান্ডে ব্যাপ্ত ধ্বনি।

যে ধ্বনি পৃথ্বীতে আছে সেই ধ্বনি অগ্নিতে আছে, আর সেই ধ্বনি রথান্তর সাম-এ আছে। যে ধ্বনি মহাকাশে হয় তাহাই সূক্ষ্ম বায়ুতে বিদ্যমান থাকে। যে ধ্বনি সূর্যাদি লোকে হয় তাহাই তার কিরণেও হয় আর তীব্র বজ্রপাত বিদ্যুতে এই ধরনের ধ্বনি পাওয়া যায়। অন্য ধ্বনি পশু প্রাণী অথবা মানুষ্যতে লোকভাষা হয়ে থাকে। এছাড়া যা রয়েছে তা ঈশ্বর ব্রাহ্মণদের মধ্যে ধারণ করেন। এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মান্ড হলো ধ্বনির সংঘনিত রূপ।

অন্য মত:

এক অন্য মত আছে, ভূমিতে বিচরণকারী জীব যে ধ্বনি করে সে এক ধ্বনি, উড়ন্ত পক্ষী যে ধ্বনি করে সে এক ধ্বনি, ছোটো ছোটো কীটপতঙ্গ যে ধ্বনি করে সে এক ধ্বনি আর মানুষ্য যা বলে সে এক ধ্বনি। এই মত অনুসারে এই হলো চার প্রকারের ধ্বনি।

ইহারই মন্ত্রের ভাষ্যতে আচার্য সায়ন যিনি ধ্বনির বর্গীকরণ করেন যথা পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরী।

এই মত নিরুক্ত হতে ভিন্ন। এই মতই ভগবান শ্রীকৃষ্ণজী মহারাজ 'সাম্বপঞ্চাশিকা'র তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন।

ধ্বনির এই চার রূপের চর্চা ব্যাকরণ মহাভাষ্যের ভাষ্য প্রদীপে আচার্য কয়্যট নাগেশ ভট্ট-ও করেন, তিনি ‘বাক্য পদীয়ম্’ এর অনেক শ্লোককে উদ্ধৃত করেন। ‘বাক্য পদীয়ম্’ যা মহাবিদ্বান ভৃতহরিজী মহারাজ লিখেছেন তার ব্যাখ্যা পণ্ডিত ক্ষেমরাজজী করেন, উনার এই ব্যাখ্যাতে টিকা লিখেছেন ডাক্তার শিবশঙ্কর অরস্থিজী। এই টিকাতে তিনি এক অজ্ঞাত রচিত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন -

বৈখরী শব্দ নিষ্পত্তির্মধ্যমা শ্রুতিগোচরঃ ।

দেয়াতিতার্থঃ চ পশ্যন্তি সূক্ষ্মা বাগ ন পায়নী ।।

এই বিভাজনকে আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিকজী ‘বেদ বিজ্ঞান আলোক’ গ্রন্থে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছেন।

আমরা এই অবস্থাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করবো -

১. বৈখরী অবস্থা

ধ্বনির সে অবস্থা যা বক্তার মুখ থেকে শ্রোতার কানের পর্দা পর্যন্ত যায়, তাকে বৈখরী বলে। বৈখরীর অর্থ হলো যা বিশেষ রূপে আকাশে ব্যাপ্ত হয়। ‘সাম্বপঞ্চাশিকা’ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে পণ্ডিত ক্ষেমরাজ লিখেছেন –

‘‘স্থূল প্রাণ সম্ঘাত, বৈখর্যাম্ বর্ণ: জায়ন্তে’’

অর্থাৎ স্থূল প্রাণের সহযোগিতায় বৈখরী বর্ণের উৎপত্তি হয়।

যখন কোনো ব্যক্তি কথা বলে তো কণ্ঠে বায়ুকে তাড়ন দ্বারা এবং জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট আদির প্রচেষ্টা দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে বৈখরী বলা হয়। এর মাধ্যম হলো স্থূল পদার্থ (কঠিন, তরল, গ্যাস)।

এটি লোকভাষা যা সাধারণভাবে লোকমুখে শোনা যায়।

২. মধ্যমা অবস্থা

শ্রোতার কানের পর্দা ধ্বনিকে শোনে না, এটি ধ্বনিকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, ধ্বনি যেরূপে কানের পর্দা থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যায়, তাকে মধ্যমা বলে।

এই ধ্বনির অবস্থায় চিত্ত জ্যোতি (মন এবং আত্মার জ্যোতি) গৌণ হয়ে থাকে, সূক্ষ্ম প্রাণ প্রধান হয়ে থাকে। এর মাধ্যম হলো আকাশ তত্ব (Space)।

এই ধ্বনিতে শব্দ এবং বর্ণ সূক্ষ্ম রূপে বিদ্যমান থাকে।

৩. পশ্যন্তি অবস্থা

মস্তিষ্কও জড় হওয়ার কারণে এটি ধ্বনিকে স্বয়ং শুনতে পারে না, এটি ধ্বনিকে মনস্তত্ব পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয়, ধ্বনি যেরূপে মস্তিষ্ক থেকে মনস্তত্ব পর্যন্ত যায়, তাকে পশ্যন্তি বলে। এই অবস্থায় চিত্ত জ্যোতি (মন এবং আত্মার জ্যোতি) প্রধান হয়ে থাকে। ৬৩ প্রকারের বর্ণ এই পশ্যন্তি অবস্থায় উৎপন্ন হয়। এর মাধ্যম হলো মনস্তত্ব (মিত্রাবরুণ)।

৪. পরা অবস্থা

মনস্তত্বও ধ্বনিকে শোনে না, এটি ধ্বনিকে আত্মা পর্যন্ত পাঠিয়ে দেয় আর ধ্বনির এইরূপকে আত্মা শোনে, ধ্বনির এই অবস্থাকে পরা অবস্থা বলে। এর মাধ্যম হলো মনস্তত্ব এবং মূল প্রকৃতি। এটি ধ্বনির সূক্ষ্মতম রূপ যা সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এটি ধ্বনির সবথেকে উচ্চতম অবস্থা।

অধিক বিস্তারে বৈদিক বিজ্ঞানকে বুঝতে ‘বেদ বিজ্ঞান আলোক’ গ্রন্থ অবশ্য পড়ুন।

-আশীষ আর্য